

سُورَةُ الضُّحَىٰ مَكِّيَّةٌ ﴿١٢﴾

৩৭-সূরা আস্ সাফ্ফাত

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ১৮৩ আয়াত এবং ৫ রুকু আছে ।

১। আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। কসম তাহাদের যাহারা (শত্রুর মুকাবেলায়) দৃঢ়ভাবে সারিবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান,

وَالضُّحَىٰ

৩। এবং যাহারা (দক্ষতকারীগণের) কঠোরভাবে তিরস্কারকারী,

فَالزُّجَرِ

৪। এবং যাহারা উপদেশ-বাণীর (কুরআনের) আবৃত্তিকারী,

فَالنَّاصِيَةِ

৫। নিশ্চয় তোমাদের মা'বুদ এক-ই,

إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ

৬। তিনি আকাশসমূহের ও পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের অন্তর্গত সব কিছুর প্রতিপালক এবং কিরণোদয়স্থলসমূহেরও প্রতিপালক ।

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ

৭। নিশ্চয় আমরা নিকটবর্তী আকাশকে গ্রহ-নক্ষত্র রাজির সাজ-সজ্জায় সুসজ্জিত করিয়াছি ।

إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَكِبِ

৮। এবং (আমরা) উহাকে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হইতে সুরক্ষিত করিয়াছি ।

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ

৯। তাহারা (ফিরিশতাগণের) উদ্দেশ্যত মজলিসের কথা শুনিতে পায় না, এবং তাহাদের প্রতি প্রত্যেক দিক হইতে (প্রস্তুত) নিক্ষেপ করা হয়,

لَّا يَسْمَعُونَ إِلَى الْإِلاٰهِ الْأَعْلَىٰ وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ

১০। বিতাড়িত করার জন্য, এবং তাহাদের জন্য চিরস্থায়ী আযাব আছে—

دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ

১১। কিন্তু (তাহাদের মধ্যে) যে কেহ গোপনে কিছু ছোঁ মারিয়া নইয়া যায়, তৎক্ষণাৎ তাহার পিছনে এক জ্বলন্ত উদ্ভা ধাবমান হয় ।

إِلَّا مَنِ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ نَّارٍ

১২ । অতএব তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহাদিগকে সৃষ্টি করা বেশী কতিন অথবা (তাহাদের ছাড়া বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি) যাহা আমরা সৃষ্টি করিয়াছি, বেশী কতিন ? নিশ্চয় আমরা তাহাদিগকে আঁতালো কদম হইতে সৃষ্টি করিয়াছি ।

১৩ । বরং প্রকৃত কথা এই যে তুমি (তাহাদের কথায়) বিসময় বোধ করিতেছ এবং তাহারা (তোমার কথায়) হাসি-বিদ্রুপ করিতেছে ।

১৪ । এবং যখন তাহাদিগকে উপদেশ দান করা হয় তখন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে না ।

১৫ । এবং যখন তাহারা কোন নিদর্শন দেখে তখন তাহারা (উহা নইয়া) হাসি-বিদ্রুপ করে ।

১৬ । এবং তাহারা বলে, 'ইহা তো প্রকাশ্য যাদু বই কিছুই নহে,

১৭ । কী ! যখন আমরা মরিয়া মাটি হইয়া যাইব এবং অস্থিগুঞ্জ পরিণত হইব, তখনও কি সত্যিই আমাদের পুনরুত্থিত করা হইবে ?

১৮ । এবং আমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষগণকেও ?

১৯ । তুমি বল, 'হাঁ, এবং তোমরা তখন নাক্তিত হইবে ।'

২০ । উহা হইবে একটি বিকট গর্জন মাত্র, তখন অকস্মাতঃ তাহারা (জীবিত হইয়া) দেখিতে থাকিবে ।

২১ । এবং তাহারা বলিবে, 'হায়, আমাদের সর্বনাশ ! ইহা তো সেই বিচার দিবস ।'

২২ । (আল্লাহ বলিবেন) 'ইহাই সেই ফয়সালার দিন, যাহাকে [২২] তোমরা মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিতে ।'  
৫

২৩ । (ফিরিশতগণকে আদেশ করা হইবে) 'তোমরা তাহাদিগকে সমবেত কর যাহারা মূলুম করিয়াছে এবং তাহাদের সঙ্গীগণকে এবং তাহাদিগকেও যাহাদের তাহারা ইবাদত করিত—

২৪ । আল্লাহকে ছাড়িয়া; সুতরাং তাহাদিগকে জাহান্নামের পথে নইয়া যাও;

فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ ۝

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۝

وَإِذَا دُعُوا لَا يَدْعُوكُمْ ۝

وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ ۝

وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝

إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا نَبْعُوثُ ۝

أَوَابَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ۝

قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ۝

فَإِن تَأْتِيهِمْ رِجْرَةٌ فَاذْكُرُونَهُمْ يَنْظُرُونَ ۝

وَقَالُوا يُبْلَغُنَا هَذَا يَوْمَ الدِّينِ ۝

۞ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝

أُخْشِرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝

مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأُھْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُبِينٍ ۝

২৫। এবং (তাহার) তাহাদিগকে দাঁড় করাও, কেননা তাহারা জিজ্ঞাসিত হইবে।'

وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَقْشُورُونَ ﴿٢٥﴾

২৬। (তাহাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে) 'তোমাদের কি হইয়াছে যে, (এখন) তোমরা একে অপরকে সাহায্য করিতেছ না?'

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴿٢٦﴾

২৭। বরং তাহারা সেই দিন সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিবে।

بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَلِمُونَ ﴿٢٧﴾

২৮। এবং তাহারা একে অপরের সামনাসামনি হইয়া পরস্পর প্রশ্ন করিবে।

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٨﴾

২৯। তাহারা বলিবে, 'নিশ্চয় তোমরা সর্বদা আমাদের নিকট ডান দিক হইতে আসিতে।'

قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٩﴾

৩০। তাহারা (অন্য দল) বলিবে, 'না, বরং তোমরা নিজেরাই মো'মেন ছিলে না।

قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٣٠﴾

৩১। এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না, বরং তোমরা এক সীমানাঘনকারী জাতি ছিলে;

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِيَةً ﴿٣١﴾

৩২। অতএব (আজ) 'আমাদের সকলের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিপালকের বাক্য পূর্ণ হইয়াছে; নিশ্চয় (এখন) আমাদিগকে (শাস্তির) স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে;

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۖ إِنَّآ لَذَٰلِقُونَ ﴿٣٢﴾

৩৩। অবশ্য আমরা তোমাদিগকে বিপথগামী করিয়াছিলাম, কেননা আমরা নিজেরাই বিপথগামী ছিলাম।'

فَاَعْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غُٰوِينَ ﴿٣٣﴾

৩৪। বস্তুতঃ সেই দিন তাহারা সকলেই শাস্তির মধ্যে অংশীদার হইবে।

وَأَنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٤﴾

৩৫। আমরা অপরাধীদের সঙ্গে এইরূপই ব্যবহার করিয়া থাকি।

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾

৩৬। কারণ যখন তাহাদিগকে বলা হইত, 'আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই,' তখন তাহারা অহংকার করিত,

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং তাহারা বলিত, 'আমরা কি একজন পাগল কবির জন্য আমাদের মা'বুদদিগকে পরিত্যাগ করিব?'

وَيَقُولُونَ إِنَّمَا نَزَّلْنَا إِلَٰهَنَا بِشَٰعِرٍ مُّجَنُونٍ ﴿٣٧﴾

৩৮। বরং সে সত্য নইয়া আসিয়াছে এবং পূর্ববর্তী সকল রসূলগণকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে।

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٨﴾

৩৯। (হে অস্বীকারকারীগণ!) নিশ্চয় তোমরা যত্বপাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করিবে;

إِن كُنتُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْآلِئِينَ ۝

৪০। এবং তোমরা যাহা কিছু করিতে তোমাদিগকে কেবল উহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে—

وَمَا تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

৪১। শুধু আল্লাহর বিশেষ মনোনীত বান্দাগণ ছাড়া;

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۝

৪২। তাহাদের জন্য আছে নির্ধারিত রিয়ক—

أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ۝

৪৩। ফল-ফলাদি; এবং তাহারা পরম সন্মানিত বলিয়া গণ্য হইবে,

فَوَالِهَ وَهُمْ مَكْرُمُونَ ۝

৪৪। নেয়ামত পূর্ণ বাগানসমূহে,

فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝

৪৫। তাহারা পালঙ্কে পরস্পর মুখামুখী হইয়া বসিবে,

عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ۝

৪৬। ঝরণার পানি দ্বারা পরিপূর্ণ পান-পাত্র তাহাদের সম্মুখে পরিবেশিত হইবে,

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ۝

৪৭। যাহা স্বচ্ছ-শুভ্র হইবে; পানকারীদের জন্য সুস্বাদু হইবে;

بِضَاءٍ لَذٍّ لَّشْرِبٍ ۝

৪৮। উহাতে কোন মাদকতা থাকিবে না এবং উহার ব্যবহারে তাহারা মাতালও হইবে না।

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْفَوْنَ ۝

৪৯। এবং তাহাদের নিকট সংযত দৃষ্টি-সম্পন্ন আয়তলোচনা (সতী-সাধবী) মহিলাগণ থাকিবে,

وَعِنْدَهُمْ قُضِرَتِ الْأَعْيُنُ عَيْنٌ ۝

৫০। যেন তাহারা আরও ডিম্ব।

كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ۝

৫১। অতঃপর তাহারা একে অপরের সামনাসামনি হইয়া পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করিবে।

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝

৫২। তাহাদের মধ্য হইতে কোন এক ব্যক্তি বলিবে, 'আমার একজন অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিল,

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ۝

৫৩। সে বলিত, 'তুমিও কি (পুনরুত্থান) বিশ্বাসকারীদের অন্তর্ভুক্ত ?

يَقُولُ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ۝

৫৪। কী ! যখন আমরা মরিয়া যাইব এবং মুক্তিকায় ও অস্থিপুঞ্জ পরিণত হইব, তখনও কি অবশ্যই আমরাদিককে (আমাদের আমনের) প্রতিফল দেওয়া হইবে ?

إِذَا مِيتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۝

৫৫। সে বলিবে, 'তোমরা কি উকি মারিয়া দেখিবে (যে সেই ব্যক্তি কি অবস্থায় আছে)?'

قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُظْلِعُونَ ⑤

৫৬। অতঃপর সে উকি মারিবে এবং সে তাহাকে জাহান্নামের মধ্যস্থলে দেখিতে পাইবে।

فَاظْلَعَ قَرَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ⑥

৫৭। সে (তাহাকে) বলিবে, 'আল্লাহর কসম, তুমি আমার সর্বনাশ করার উপক্রম করিয়াছিলে,

قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كَذَّبْتُ لَكُرْدِيَنَّ ⑦

৫৮। এবং যদি আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না হইত তাহ হইলে নিশ্চয় আমিও (জাহান্নামের সম্মুখে) হাজিরকৃতগণের অন্তর্ভুক্ত হইতাম।

وَلَوْلَا رَحْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْخَاصِرِينَ ⑧

৫৯। (হে জাহান্নামী! বল) তবে কি ইহা ঠিক নহে যে, আমরা আর মৃত্যুমুখে পতিত হইব না —

أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ⑨

৬০। কেবল আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া, এবং আমাদের আর কোন আঘাৎ দেওয়া হইবে না?

إِلَّا مَوْتَنَا الْأَوَّلَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ⑩

৬১। নিশ্চয় ইহা এক মহান সফলতা।

إِنَّ هَذَا لَهُوَالْفَوْزُ الْعَظِيمُ ⑪

৬২। এইরূপ সফলতা অর্জনের জন্যই সাধনাকারীগণের সাধনা করা উচিত।

يُثْبِتْ هَذَا فَيَعْمَلِ الْغِلْوَ ⑫

৬৩। আপায়ন হিসাবে কি ইহা উত্তম, না যাক্কুম (ফনৌমনসা) রুক্ক?

أَذَلِكَ خَيْرٌ تُزَلُّ أَمْ شَجَرَةُ الزَّقْوَمِ ⑬

৬৪। নিশ্চয় আমরা ইহাকে যালেমদের জন্য এক পরীক্ষার কারণ করিয়াছি।

إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ⑭

৬৫। নিশ্চয় ইহা এমন এক রুক্ক যাহা জাহান্নামের মূল দেশ হইতে উদ্গত হয়।

إِنَّمَا شَجَرَةُ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ⑮

৬৬। উহার মুকুল যেন বহু ফনাধর সাপের মাথা।

كُلْمَتُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ⑯

৬৭। সূতরাং তাহারা সেই রুক্ক হইতে আহার করিবে এবং উহা দ্বারা তাহারা নিজেদের উদর পূর্ণ করিবে।

فَأَنَّهُمْ لَا يَكُونُ مِنْهَا قَائِلُونَ وَمِنَهَا الْبُطُونَ ⑰

৬৮। অতঃপর নিশ্চয় তাহাদের জন্য উহার উপর ফুটন্ত পানির মিশ্রণ থাকিবে।

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَيْثُمُ ⑱

৬৯। অতঃপর নিশ্চয় তাহাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিবে জাহান্নামের দিকে।

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَا إِلَى الْجَحِيمِ ⑲

৭০। তাহারা নিশ্চয় তাহাদের পিতৃপুরুষগণকে  
বিপথগামী পাইয়াছিল।

إِنَّهُمْ أَفْوَوْا أَبَاءَهُمْ صَالِحِينَ ①

৭১। তথাপি তাহারাও তাহাদের পদাংক অনুসরণে  
প্রধাবিত হইতেছে।

فَهُمْ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ يَهْرَعُونَ ②

৭২। এবং ইহাদের পূর্বেও পূর্ববর্তীগণের অধিকাংশ  
বিপথগামী হইয়াছিল।

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ③

৭৩। এবং অবশ্যই আমরা তাহাদের মধ্যে সতর্ককারী  
পাঠাইয়াছিলাম।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّذَذِّبِينَ ④

৭৪। অতএব দেখ, সাহাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছিল  
তাহাদের পরিণাম কিরূপ (মন্দ) হইয়াছিল,

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَذَذِّبِينَ ⑤

[৫৩] ৭৫। একমাত্র আল্লাহর শুদ্ধ-চিহ্ন বান্দাগণ বাতীত।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا الْبَصَائِدَ ⑥

৭৬। এবং নূহও আমাদিগকে ডাকিয়াছিল, অতএব দেখ,  
আমরা কত উত্তম উত্তরদাতা!

وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلْيَنْعَمْ الْمُجِيبُونَ ⑦

৭৭। এবং আমরা তাহাকে ও তাহার পরিবারবর্গকে মহা  
দুঃখ-দুর্দশা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম।

وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ⑧

৭৮। এবং আমরা শুধু তাহার বংশধরগণকেই বাকি  
রাখিয়াছিলাম।

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ⑨

৭৯। এবং আমরা পরবর্তীগণের মধ্যে তাহাকে (সুস্বাভিতে)  
প্রতিষ্ঠিত করিলাম।

وَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ⑩

৮০। সকল জগদ্ধাসীর মধ্যে নূহের উপর শান্তি  
বর্ষিত হউক।

سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ⑪

৮১। এবং নিশ্চয় আমরা এইভাবেই সংকর্মান্বীত লোকদিগকে  
প্রতিদান দিয়া থাকি!

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ⑫

৮২। নিশ্চয় সে আমাদের মোমেন বান্দাগণের  
অবতুর্ভূত ছিল।

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ⑬

৮৩। এবং আমরা অন্য লোকদিগকে নিমজ্জিত  
করিয়াছিলাম।

ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ⑭

৮৪। এবং নিশ্চয় তাহার সম্প্রদায়ের মধ্যে  
ইব্রাহীমও ছিল;

وَرَأَىٰ مِنْ بَيْتِهِ لَوْلَاهُ هَيْمٌ ⑮

৮৫। (সম্মরণ কর) যখন সে তাহার প্রতিপালকের সমীপে  
বিশুদ্ধচিত্তে উপস্থিত হইয়াছিল;

إِذْ جَاءَهُ رَبُّهُ بِقُلُوبٍ سَلِيمٍ ⑯

৮৬। যখন সে তাহার পিতাকে ও তাহার জাতিকে বলিয়াছিল,  
'তোমরা কাহার ইবাদত কর?'

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۝

৮৭। কি তোমরা আল্লাহকে ছাড়া মিত্যাকারে অন্য  
মা'বুদসমূহকে গ্রহন করিতে চাহিতেছ?

أَمْ يَكْفُرُ الْإِلَهَةُ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ۝

৮৮। যাহা হউক, সকল জগতের প্রতিপালক সম্বন্ধে  
তোমাদের কী ধারণা?

فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

৮৯। অতঃপর সে নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতি গভীর দৃষ্টিতে  
দৃষ্টিপাত করিল,

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ۝

৯০। এবং সে বলিল, 'আমি অসম্ব্যতা বোধ  
করিতেছি।'

فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ۝

৯১। তখন তাহারা তাহাকে ছাড়া পিতা ফিরাইয়া  
চলিয়া গেল।

فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ۝

৯২। অনন্তর সে সংগোপনে তাহাদের মা'বুদগুলির দিকে  
অগ্রসর হইল এবং বলিল, 'তোমরা কিছু  
খাইতেছ না কেন?

فَرَاغَ إِلَى إِلَهِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۝

৯৩। তোমাদের কী হইয়াছে, তোমরা যে কথাও  
বলিতেছ না?'

مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ۝

৯৪। তখন সে (তাহাদের প্রতি) সংগোপনে অগ্রসর হইয়া ডান  
হাত দ্বারা তাহাদের উপর সজোরে আঘাত হানিল।

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ۝

৯৫। ফলে তাহারা (নোকেরা) তাহার দিকে  
ছুটিয়া আসিল।

فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَرْتَفُونَ ۝

৯৬। সে বলিল, 'তোমরা কি উহার ইবাদত কর যাহা তোমরা  
নিজেদের হাতে খোদাই কর,

قَالَ اتَّبِعُونَ مَا تَدْعُونَ ۝

৯৭। অথচ আল্লাহ তোমাদিগকেও এবং তোমরা যাহা কিছু  
বানাইতেছ উহাকেও সৃষ্টি করিয়াছেন?'

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ۝

৯৮। তাহারা বলিল, 'তাহার জন্য তোমরা একটি ইমারত  
(অর্থাৎ অগ্নিকুণ্ড) নির্মাণ কর এবং তাহাকে সেই জলন্ত অগ্নিতে  
নির্দোষ কর।'

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا لَّنَا لَقَرُوهُ فِي الْجَحِيمِ ۝

৯৯। অনন্তর তাহারা তাহার বিরুদ্ধে মড়যন্ত্রের সংকল্প করিল;  
কিন্তু আমরা তাহাদিগকে চরমভাবে অপদস্থ করিলাম।

فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ۝

১০০। সে বলিল, 'নিশ্চয় আমি আমার প্রতিপালকের দিকে ঘাইব, তিনি নিশ্চয় আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করিবেন।'

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۝

১০১। (সে বলিল,) 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সৎ কর্মশীল পুত্র দাও।'

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۝

১০২। তখন আমরা তাহাকে এক ধৈর্যশীল, প্রতিভাবান পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।

فَبَشِّرْنَاهُ بِقَوْلٍ خَلِيمٍ ۝

১০৩। অতঃপর যখন সেই পুত্র তাহার সহিত দৌড়াইবার বয়সে উপনীত হইল তখন সে বলিল, 'হে আমার প্রিয় পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমি যেন তোমাকে ঘবহ করিতেছি; সুতরাং তুমি চিন্তা কর, তোমার কি অভিমত?' সে বলিল, 'হে আমার পিতা! তুমি যাহা আদিষ্ট হইয়াছ, তাহাই কর; ইনশাআল্লাহ্ তুমি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীলগণের অন্তর্ভুক্ত পাইবে।'

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَٰأَبَتِ افْعَلْ مَا تَأْمُرُ سَجَدَ لِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّغِيرِينَ ۝

১০৪। অতঃপর যখন তাহারা উভয়ই (আল্লাহ্র সমীপে) আত্মসমর্পণ করিল এবং সে তাহাকে ঘবহ করার জন্য কপালের উপর উপড় করিয়া শোয়াইল;

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ۝

১০৫। তখন আমরা তাহাকে ডাক দিলাম যে, 'হে ইবব্রাহীম!

وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ۝

১০৬। তুমি তোমার স্বপ্নকে অবশ্যই পূর্ণ করিয়াছ।' নিশ্চয় আমরা এইরূপেই সৎকর্মশীলদিগকে পুরস্কার দিয়া থাকি।

قَدْ صَدَقْتَ الرَّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

১০৭। নিশ্চয় ইহা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা ছিল।

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۝

১০৮। এবং আমরা এক মহা কুরবানীর দ্বারা তাহার ফিদয়া (মুক্তি-পণ) দিয়াছিলাম।

وَقَدَرْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ۝

১০৯। এবং আমরা পরবর্তীগণের মধ্যে তাহাকে (সুখ্যাতিতে) প্রতিষ্ঠিত করিলাম।

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝

১১০। ইব্রাহীমের উপর শাস্তি বর্ষিত হউক!

سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝

১১১। এইরূপেই আমরা সৎকর্মশীলদিগকে পুরস্কার দিয়া থাকি।

كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

১১২। নিশ্চয় সে আমাদের মো'মেন বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝



১১৩। এবং আমরা তাহাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিয়াছিলাম, যে একজন নবী ছিল এবং সৎকর্মশীলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝

১১৪। এবং আমরা তাহার উপর এবং ইসহাকের উপর বরকত নাযেন করিয়াছিলাম। এবং তাহাদের উভয়ের বংশধরগণ হইতে কতক লোক সৎকর্মশীল ছিল এবং কতক ছিল নিজেদের প্রাণের উপর স্পষ্ট যত্নমকারী।

وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن دُرِّهٖمَا يَسَّٰ مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۖ مِثْنٌ ۭ

১১৫। এবং নিশ্চয় আমরা মুসা ও হারানের প্রতিও অনুগ্রহ করিয়াছিলাম।

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۝

১১৬। এবং আমরা তাহাদের উভয়কে এবং তাহাদের জাতিকে মহা দুঃখ-দুর্দশা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম;

وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۝

১১৭। এবং আমরা তাহাদের সকলকে সাহায্য করিয়াছিলাম, ফলে তাহারা বিজয়ী হইয়াছিল।

وَنَصَّرْنَاهُمْ فَاكْتَاٰهُمْ الْعِلْبَيْنَ ۝

১১৮। এবং আমরা তাহাদিগকে (প্রত্যেক বিষয়) সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী এক কিতাব দিয়াছিলাম।

وَاتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ۝

১১৯। এবং আমরা তাহাদের উভয়কে সরল-সুদৃষ্ট পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম।

وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝

১২০। এবং আমরা পরবর্তীগণের মধ্যে তাহাদেরকে (সুখ্যাতিতে) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম—

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ۝

১২১। মুসা এবং হারানের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۝

১২২। নিশ্চয় আমরা এইভাবে সৎকর্মশীলগণকে পুরস্কার দিয়া থাকি।

إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

১২৩। নিশ্চয় তাহারা উভয়ে আমাদের মো'মেন বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

إِنَّهُمَا مِن عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝

১২৪। এবং নিশ্চয় ইনিয়াসও আমাদের রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَإِن إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

১২৫। (স্মরণ কর) যখন সে তাহার জাতিকে বলিয়াছিল, 'তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করিবে না ?

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنِّي أَنذَرْتُكُمْ ۝

১২৬। তোমরা কি বা'ন মৃত্তিকে ডাকিতেছে এবং পরিহার করিতেছ সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তাকে—

أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ۝

১২৭। আল্লাহকে, যিনি তোমাদেরও প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদেরও প্রতিপালক ?'

اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۝

১২৮। অতঃপর তাহারা তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল; সুতরাং অবশ্যই তাহাদিগকে (আমাদের জন্য) হাযির করা হইবে ;

فَكَذَّبُوهُ فَأَنهَمُ لَمُحْضَمُونَ ۝

১২৯। কেবল আল্লাহর বিগুহ-চিহ্ন বান্দাগণ বাতীত।

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۝

১৩০। এবং আমরা পরবর্তীপদের মধ্যে তাহাদেরকে (সুখ্যাতিতে) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম—

وَنَزَعْنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخْرَيْنِ ۝

১৩১। ইলিয়াস এবং তাহার লোকদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক !

سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝

১৩২। নিশ্চয় আমরা এইভাবে সৎকর্মশীলগণকে পুরস্কার দিয়া থাকি।

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

১৩৩। নিশ্চয় সে আমাদের মো'মিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝

১৩৪। এবং মৃতও নিশ্চয় রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَأَنَّ لَوْهَانَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

১৩৫। (সম্মরণ কর) যখন আমরা তাহাকে এবং তাহার পরিজনবর্গের সকলকে উদ্ধার করিয়াছিলাম,

إِذْ يَجِئُهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ۝

১৩৬। কেবল এক রুদ্ধা বাতীত, যে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ ۝

১৩৭। অতঃপর আমরা অন্যান্য সকলকে ধ্বংস করিয়াছিলাম।

ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ۝

১৩৮। এবং নিশ্চয় তোমরা প্রভাবেই তাহাদের (এনাকার) উপর দিয়া অতিক্রম করিয়া থাক;

وَأَنكُمْ تَسْرُدُونَ عَلَيْهِمْ مَصْبِحِينَ ۝

১৩৯। এবং রাত্রি বেলায়ও; তথাপি তোমরা কি বুঝিবে না ?

بَلَىٰ وَبِالْأَيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

১৪০। এবং নিশ্চয় ইউনুস রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

وَأَنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

১৪১। (সম্মরণ কর) যখন সে বোঝাই নৌকার দিকে পলায়ন করিয়াছিল;

إِذْ أَتَىٰ إِلَى الْفُلَاكِ الشَّخُوحَ ۝

১৪২। যখন তুমানে নৌকা নিমজ্জিত হইবার আশঙ্কা দেখা দিল তখন সে (অন্যান্য আরোহীগণের সঙ্গে) ভাগ্য-নির্দেশক তীর নিক্ষেপ করিল; ফলে সে (পরাজিত হইয়া সমুদ্রে) নিক্ষিপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল।

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤٢﴾

১৪৩। তখন এক বৃহৎ মৎসা তাহাকে গিলিয়া ফেলিল, এবং সে (নিজেকেই) ভর্ৎসনা করিতে লাগিল।

فَالْتَمَتَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٣﴾

১৪৪। এবং সে যদি আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণাকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হইত,

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٤﴾

১৪৫। তাহা হইলে সে অবশ্যই উহার উদরে সেই দিবস পর্যন্ত পড়িয়া থাকিত যখন তাহারা পুনরুত্থিত হইবে।

لَيَلَيْتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٥﴾

১৪৬। অতঃপর আমরা তাহাকে এক উদ্ভৃক্ত ময়দানে নিক্ষিপ্ত করিলাম; এমতাবস্থায় যে সে তখন পীড়িত ছিল;

فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٦﴾

১৪৭। এবং আমরা তাহার নিকট একটি লাউ গাছ উৎপন্ন করিলাম।

وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ ﴿١٤٧﴾

১৪৮। এবং আমরা তাহাকে এক লক্ষ বা ততোধিক লোকের নিকট (রস্নরূপে) পাঠাইয়াছিলাম,

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٨﴾

১৪৯। সূত্রাং তাহারা (সকলেই) ঈমান আনিল, এবং আমরা তাহাদিগকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত পার্থিব সুখ-সম্পদ দান করিলাম।

فَأَمْنُوا فَفَتَنَّاهُمْ إِلَىٰ حُبٍ ﴿١٤٩﴾

১৫০। অতএব তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার প্রতিপালকের জন্য কি কণ্যাগণ আর তাহাদের জন্য পুত্রগণ?

فَأَسْتَفْتِهِمْ أَوَلَيْكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿١٥٠﴾

১৫১। আমরা কি ফিরিশ্বাসগণকে নারীরূপে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তাহারা কি উহার সাক্ষী ছিল?

أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿١٥١﴾

১৫২। শুন! নিশ্চয় তাহারা তাহাদের মনগড়া মিথ্যার উপর ভিত্তি করিয়া বলিতেছে,

أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ أَفْكِهِمْ يَقُولُونَ ﴿١٥٢﴾

১৫৩। ‘আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়াছেন,’ বস্তুতঃ তাহারা চরম মিথ্যাবাদী।

وَلَدَ اللَّهُ وَلَهُمْ كَذِبُونَ ﴿١٥٣﴾

১৫৪। তিনি কি পুত্রগণের পরিবর্তে কণ্যাগণকে বাছিয়া গিয়াছেন?

أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿١٥٤﴾

১৫৫। তোমাদের কি হইয়াছে? তোমরা কিরূপ  
বিচার কর?

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝

১৫৬। তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

১৫৭। তোমাদের নিকট কি কোন সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ  
আছে?

أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ ۝

১৫৮। সুতরাং তোমরা যদি সত্যবাদী হইয়া থাক, তাহা  
হইলে তোমরা তোমাদের কিতাব পেশ কর।

فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝

১৫৯। এবং তাহারা তাঁহার এবং জিন্মদের মধ্যে আত্মীয়তা  
আরোপ করে; অথচ জিন্নগণ ভালরূপে জানে যে, নিশ্চয়  
তাহাদিগকেও (তাঁহার সম্মুখে বিচারের জন্য) হাশির করা  
হইবে।

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِجَابًا وَقَدْ عَلِمَتِ  
الْجَنَّةُ أَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۝

১৬০। তাহারা যাহা বর্ণনা করিতেছে আল্লাহ্ উহা  
হইতে পবিত্র!

سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۝

১৬১। কেবল আল্লাহ্র বিশুদ্ধ-চিত্ত বান্দাগণ ব্যতীত (তাহারা  
এইরূপ কথা বর্ণনা করে না)।

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۝

১৬২। সুতরাং (জানিয়া রাখ যে) নিশ্চয় তোমরা এবং  
তোমাদের মা'বুদগণ—

فَأْتِكُمْ وَمَا تَقْبُدُونَ ۝

১৬৩। তোমাদের কেহই তাঁহার বিরুদ্ধে (কাহাকেও )  
বিস্তার করিতে পারিবে না,

مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَعِيلِينَ ۝

১৬৪। কেবল সেই বাক্তি ব্যতীত যে জাহান্নামে  
দক্ষ হইবে।

إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ۝

১৬৫। (তাহারা বলে) 'আমাদের মধ্যে কেহ নাই কিন্তু তাহার  
জন্য অবশ্যই এক নিখারিত স্থান আছে;

وَمَا مِثْلًا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ۝

১৬৬। এবং নিশ্চয় আমরা সকলেই (আল্লাহ্র সমীপে)  
সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছি।

وَأِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ۝

১৬৭। এবং নিশ্চয় আমরা সকলেই তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমায়  
স্বাধীন।

وَأِنَّا لَنَحْنُ السَّيِّدُونَ ۝

১৬৮। এবং নিশ্চয় তাহারা (মক্কাবাসীগণ ইতিপূর্বে) এইরূপ  
বনিয়া আসিতেছিল,

وَأَن كَانُوا يَقُولُونَ ۝

১৬৯। 'যদি আমাদের নিকটেও পূর্ববর্তীদের ন্যায় উপদেশপূর্ণ কোন কিতাব থাকিত,

لَوْ أَن عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦٩﴾

১৭০। তাহা হইলে আমরাও আল্লাহর বিদ্রূহ-চিত্ত বান্দা হইয়া যাইতাম।'

لَكِنَّا عِبَادُ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٧٠﴾

১৭১। (এবং যখন ইহা তাহাদের নিকটে আসিল) তখন তাহারা ইহাকে অস্বীকার করিল, সুতরাং তাহারা অচিরেই (নিজেদের পরিণাম) জানিতে পারিবে।

فَكُفِّرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧١﴾

১৭২। এবং নিশ্চয় আমাদের রসূলরূপে প্রেরিত বান্দাগণ সম্বন্ধে পূর্বেই আমাদের সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে—

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِجِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٢﴾

১৭৩। যে, নিশ্চয় তাহারা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে,

إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿١٧٣﴾

১৭৪। এবং আমাদের যে বাহিনী (মো'মেনদের দল), নিশ্চয় তাহারাই বিজয়ী হইবে।

وَإِن جُنَدُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٧٤﴾

১৭৫। অতএব তুমি কিছু কাল পরন্ত তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ كَيْفَ ظِلِّكَ ﴿١٧٥﴾

১৭৬। এবং তুমি তাহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ, অতঃপর তাহারাও শীঘ্রই (নিজেদের পরিণাম) দেখিতে পাইবে।

وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٦﴾

১৭৭। তাহারা কি আমাদের আযাবকে শীঘ্র কামনা করিতেছে?

أَفَيْعِدُنَا يَتَعَجَّلُونَ ﴿١٧٧﴾

১৭৮। কিন্তু যখন উহা তাহাদের প্রাপ্তপে নায়েল হইবে, তখন স্বাধাদিপক্ষে সতর্ক করা হইয়াছিল তাহাদের প্রভাত অতি মন্দ হইবে।

فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ النَّظَارِينَ ﴿١٧٨﴾

১৭৯। অতএব তুমি কিছু কাল পরন্ত তাহাদের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও,

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ كَيْفَ ظِلِّكَ ﴿١٧٩﴾

১৮০। এবং তুমি (তাহাদের প্রতি) লক্ষ্য রাখ, অতঃপর তাহারাও শীঘ্রই (নিজেদের পরিণাম) দেখিতে পাইবে।

وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٨٠﴾

১৮১। তোমার প্রতিপালক, যিনি সকল সম্মান ও শক্তির অধিকারী, উহা হইতে পবিত্র-মহান, যাহা তাহারা বর্ণনা করিতেছে।

مُبْنِي رَيْكَ رَبِّ الْوَرْدَةِ عَتَا يَصِفُونَ ﴿١٨١﴾

১৮২। এবং শান্তি রসূলগণের উপর।

وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨٢﴾

১৮৩। বস্তুতঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সকল জগতের প্রতিপালক।

بُحُّ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٣﴾